বদলে গেছে নির্বাচনী প্রচারের ধরন

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য** ও **রুহুল তাপস**

আগামী পয়লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তথ্য প্রযুক্তির এযুগে নির্বাচনী প্রচার জমে উঠেছে প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যমগুলোতে। দেশের সম্প্রতি বিকাশমান ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করছে। ইটিভির মুক্তমঞ্চে প্রার্থীরা তিন মিনিট বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। চ্যানেল আইতে প্রতিদিন নির্বাচন ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের নির্বাচনী প্রচার বোর্ডের নির্মিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করছে। স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএনের চাঙ্ক ভাড়া করে চলছে প্রচারণা। প্রার্থীর সমর্থকেরা দৈনিক পত্রিকায় ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো খুলেছে নির্বাচনী ওয়েবসাইট। মোবাইল ফোন নির্বাচনী প্রচারে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। বদলে গেছে দেয়ালের লেখার ধারা। রাজনৈতিক স্লোগান। নির্বাচনী বক্তব্যে। এবারের নির্বাচনী প্রচারের ধরন অতীতের চেয়ে ভিন্ন ধারায় চলছে।

৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে রচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কালজয়ী ভোটের গান। ৭০-এর নির্বাচন প্রচার ছিল জনসভা ও মিছিল কেন্দ্রিক। দলীয় কর্মীরা আদর্শ ও মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য জুটেছে ভোটারদের বাড়িতে ও দলীয় জনসভা। সামরিক শাসনামলে নির্বাচনী প্রচারের চেয়ে রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক শাসকের ভোটচুরি ও মিডিয়া ক্যু ঠেকাতেই ব্যস্ত ছিল। '৯১ সালের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন জমে উঠছিল। পোস্টার, ফেস্টুনে ছেয়ে গিয়েছিল নির্বাচনী এলাকা। তবে কালো অর্থ ও ধর্মের দোহাই এ নির্বাচনেই পেয়েছিল প্রাধান্য। '৯৬ নির্বাচনে কালো টাকার মালিকদের দৌরাত্ম্য ভেঙে দিয়েছিল নির্বাচনী প্রচারের অতীতের ধারাবাহিকতা।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া : নির্বাচনে নতুন ধারা

'৯১ ও '৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশে একমাত্র টিভি মিডিয়া ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশন। নীলমণির ধনের মত দেশবাসী চেয়ে থাকতো বাংলাদেশ টেলিভিশনের দিকে। '৯১ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পেছনে অনেকেরই ধারণা নির্বাচনের আগে জাতির উদ্দেশে শেখ হাসিনার দেয়া বিটিভির ভাষণ। ভাষণে তার ঔদ্ধত্য প্রকাশ ভঙ্গি অনেক ভোট কমিয়ে দিয়েছিল। '৯১ ও '৯৬ সালের বিটিভির প্রচারিত সরাসরি অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে ছিল। '৯৬ নির্বাচনের পূর্বে আনিসুল হকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সরাসরি প্রোগ্রামে শেখ হাসিনার সাবলীল বক্তব্য ও খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতি ভোটের হিসাবে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এবারের নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়া রাখছে বিশেষ ভূমিকা। ইটিভি খবরে নির্বাচনী প্রচারই প্রাধান্য পাচ্ছে। তিনটি বেসরকারি টিভি মিডিয়ার সাংবাদিকেরা ছুটছে নেত্রীদের সাথে। রাজনৈতিক দলগুলো অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বরিশাল সফরের সময় তার বিমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে টিভি মিডিয়ার সাংবাদিকদের। ইটিভি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচার করছে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। ইটিভি বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত প্রতিদিন মুক্তমঞ্চ নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এ অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা পাঁচ মিনিটের জন্য বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তারা সুযোগ পেয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে নির্বাচনী ওয়াদা তুলে ধরছেন। ইটিভিতে নির্বাচনী সংলাপ নামে একটি অনুষ্ঠানও প্রচার

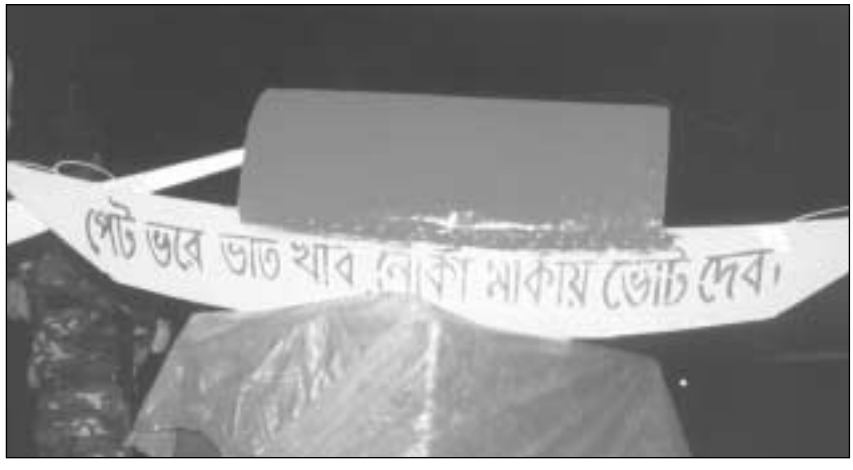

হচ্ছে। মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল ও সামিয়া জামানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে আসা হচ্ছে। তারা নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলাপ করছেন। এছাড়া প্রসঙ্গ নির্বাচন নামে সংবাদ ভিত্তিক ২৫ মিনিটের অনুষ্ঠান শনি ও মঙ্গবলবার প্রচারিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগীয় শহর থেকে ইটিভি বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। চ্যানেল আই প্রতিদিন আই প্রবাহ নামে সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। নির্বাচনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে চ্যানেল আই প্রচার করছে আরো কিছু অনুষ্ঠান। চ্যানল আইতে কামরুন্নাহার উপস্থাপনায় নারীর ভোটের অধিকার নামক চমৎকার ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে সাংবাদিক শ্যামল দত্তের 'উটের লড়াই' অনুষ্ঠানটি পেয়েছে জনপ্রিয়তা। 'ফস টু ফেস' অনুষ্ঠানটিতে থাকছে প্রার্থীদের বক্তব্য ও নির্বাচনী ভাবনা।

স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে চাঙ্ক ভাড়া। তারা চাঙ্ক ভাড়া বাবদ ২৫ মিনিটের জন্য নিচ্ছে ৩৫ হাজার টাকা। রাজনৈতিক দল দুটো চাঙ্ক ভাড়া নিয়ে তাদের নির্বাচনী প্রচার সেল থেকে নির্মিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বিএনপি প্রচার

টাকার খেলার নির্বাচন

এক উদাহরণ সালমান

পদ্মা নদীর পাড় ঘেঁষে 'শাইনপুকুর' গ্রাম। সারা দেশে গ্রামটি 'শাইনপুকুর হোল্ডিংস' নামে পরিচিত। গ্রামটির বিশাল পরিচিতির পেছনের কারণ একজন। তিনি সালমান এফ রহমান। পেশায় ব্যবসায়ী হলেও দেশের শীর্ষ ঋণখেলাপি হিসেবেই বেশি পরিচিত। গতবছর পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির মাধ্যমে তিনি সর্বশেষ আলোচনায় আসেন। এই ঘটনা আওয়ামী লীগ সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। হাসিনা সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করার আগ মুহূর্তে হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগে যোগ দেন সালমান এফ রহমান। দলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা-১ আসনে নির্বাচন করার টিকেটও পেয়ে যান সালমান। মানুষের মুখে শুধু একটি কথা– সালমানের টাকা হাওয়ায় উড়ছে। দোহার গেলে এই গুজবটির পক্ষের কিছুটা প্রমাণও মেলে।

নমিনেশন পাওয়ার পর থেকেই সালমান এফ রহমান দোহারে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করছেন। বাড়ি দোহার হলেও তার ৫৫ বছরের জীবনে এলাকায় কতবার এসেছেন তা এলাকার লোকজন হাতে গুনে বলতে পারবে। শাইনপুকুর গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি নাসিরউদ্দিন হায়দার ফিরোজ। তিনি ২০০০কে বলেন, 'তার বাড়ি 'শাইনপুকুর' কে বলেছে। গত ৫৫ বছরে সে কতবার গ্রামে এসেছে? সারা জীবন ঢাকায় থেকেছে, সালমান তো এখানকার পর্চা কাটা অধিবাসীও না। শুধু টাকা ছড়ালেই ভোটে জেতা যায় না।' অন্য একজন বললেন 'এখন যারা লাফালাফি করছে তারা কেউ নৌকার লোক নয়। কাঁচা টাকা পাইছে, তাই লাফাচ্ছে। ভোট ঠিকই ধানের শীষে পড়বে'।

১৯ তারিখ এই প্রতিবেদক দোহার পৌছায়। দোহার থানা সদরের আওয়ামী লীগের নির্বাচন অফিস জানাতে পারলো না সালমান এফ রহমান কোথায় আছেন। অবশেষে গোয়েন্দা সংস্থার একজন জানালেন তিনি ঔরঙ্গবাদ নামক একটা এলাকায় অবস্থান করছেন। সালমান সমর্থক শাজাহান আমাদের ঔরঙ্গবাদ নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে প্রচন্ড বৃষ্টি। হঠাৎ করেই পথে একটি মিছিলের সামনে পড়লাম। নৌকার মিছিল। মিছিলের অনেক কর্মী সালমানের ছবি সংবলিত গেঞ্জি পরিহিত। মিছিলের একজন আমাদের জানালো যারা সালমান রহমানের পক্ষে কাজ করছেন তাদের প্রত্যেককেই এরকম গেঞ্জি দেয়া হয়েছে। তার এলাকায় পাঁচ হাজারের বেশি টি-শার্ট (গেঞ্জি) বিতরণ হয়েছে বলে জানালেন। ধানের শীষের কর্মীদের থেকে আলাদা রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। ঠিক কত টি-শার্ট সাধারণ ভোটারদের মাঝে বিতরণ হয়েছে আমরা জানি না। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি টি-শার্টের পেছনে খরচ কত? মোট কত টাকার টি-শার্ট তৈরি হয়েছে?

বাহ্ঘাট থেকে ট্রলারে ঔরঙ্গবাদ পৌছালাম। তখন সন্ধ্যা। পচা কাদা, মাঠ পেরিয়ে একটি বাজারে পৌছালাম। স্থানীয়রা জানালো এই বাজারে রাতে সালমান এফ রহমান নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। এখানেও মিছিল চলছে। হঠাৎ করেই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের গাইড শাজাহান স্থানীয় দু'জনের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। শাজাহান চিৎকার করে বলছে... পুঁত। ট্যাহা খাইয়্যা তো খুব লাফাইতাছোস। ব্যাটা ভোট দিবি তো ধানের শীষে। অপর দু'জনও কম যায় না। তারাও খিস্তিখেউর শুরু করলো। একজন শাজাহানকে উদ্দেশ্য করে বললো, হ, আমরা জানি তোরা কত ট্যাহা নিছোস। আমরা ট্যাহার জন্য নাচি না। ট্যাহা তো তোগো ঐ দিক দিয়া খরচ করতাছে। খিস্তিখেউরের এক পর্যায়ে কেউ একজন তাদের বললো সাংবাদিক আছে, চুপ কর তরা। সাধারণ লোকজনের সঙ্গে যত কথা হচ্ছিলো সালমানের নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কে ধারণা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো।

রাত আটটার দিকে নির্বাচনী জনসভা শুরু হলো। অনেক বক্তার মধ্যে একজন নির্মল চন্দ্র। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা। অন্তত ৩০ বার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করলেন। এমনকি সালমানের চেয়েও বেশি সময় ধরে। তার বক্তব্য...

'ছাত্র রাজনীতির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি নেতারা বলেন বেশি কাজ করেন কম। আমার নেতা সালমান ফজলুর রহমান কাজ করেন,

করছে 'সাবাস বাংলাদেশ' নামক একটি অনুষ্ঠান। বিএনপি প্রেসিডিয়াম সদস্য বদরুদ্দোজা চৌধুরী পরিচালনায় নির্মিত এ অনুষ্ঠানটি মূলত আওয়ামী সরকারের আমলের নেতিবাচক দিক তুলে এনেছে। তবে অনুষ্ঠানটিতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে কি করবে তার দিকনির্দেশনা নেই। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্রের নির্মিত বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান এটিএনে প্রচারিত হচ্ছে। 'জয় বাংলা বাংলার জয়' নামক অনুষ্ঠানটিতে আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত পাঁচ বছরের উন্নয়নের ধারা তুলে ধরা হয়েছে। আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে বিএনপি'র বিরুদ্ধে রয়েছে নানা ধরনের নেতিবাচক বক্তব্য। মূলত এটিএনের অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগ পেয়ে দুই দলই একে অপরের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারে নেমেছে। অথচ আধুনিক বিশ্বে স্যাটেলাইট চ্যানেল ব্যবহার করে তারা তাদের নির্বাচনী ওয়াদা ও অঙ্গীকার তুলে ধরতে পারত। বাংলাদেশ টেলিভিশনও প্রচার করছে নানা ধরনের নির্বাচনী অনুষ্ঠান।

বিটিভিতে প্রচারিত হচ্ছে ৫০ মিনিটব্যাপী চেতনা বাংলাদেশ নামক একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ফজলুল হক। টিভি মিডিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অশুভ প্রতিযোগিতাও চলছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের মত উন্নত দেশে টিভি মিডিয়া নির্বাচনী প্রচারের প্রধান বাহন। প্রার্থীরা এসে জনগণের সামনে তাদের নির্বাচনী

কথা কম বলেন। তিনি ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এবং করছেন। আমাদের রাস্তায় বর্ষায় হাঁটা যায় না। নেতাকে বললাম। নেতা বললেন কত টাকা লাগবে জানাতে। জানালাম, পরদিনই রাস্তায় বালু ফেলা শুরু হয়েছে। নেতাকে বললাম আমার এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করে দিলেন। আরো অনেক কিছু তিনি করছেন, দোহারবাসীর সৌভাগ্য সালমান এফ রহমানকে নেতা হিসেবে পেয়েছে।' একটি রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা লাগে? আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল বসাতে খরচ কত? উন্নয়নমূলক কাজ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এলাকার অনেক ভোটারের প্রশ্ন– উনি এখন কেন এসব করছেন? ছাত্রদল নেতা সালাহউদ্দিন বলেন, 'মুকছেদপুরে নদীর ভাঙনে একটি রাস্তা ধসে গেছে। এটি দোহারের প্রধান সড়ক। রাস্তা মেরামত, 'বাঁধ নির্মাণের কাজ সরকারের। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি এখানে বাঁধ নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করছেন তিনি। এ সব নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা নেই। সালমান রহমান অনেক আগেই নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ব্যয়ের কয়েকশ' গুণ খরচ করে ফেলেছেন।'

ঔরঙ্গবাদে নির্বাচনী জনসভা চলছে। বক্তৃতা করছেন সালমান এফ রহমান। তিনি বক্তৃতায় দোহার নিয়ে তার পরিকল্পনার কথা শোনালেন। নির্বাচনে তাকে ভোট দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। নির্বাচনী জনসভা শেষ। সালমান পকেট থেকে টাকা বের করে একজনের হাতে দিলেন। কত টাকা দিলেন গুনেও দেখলেন না। এরপর দোহারের দিকে রওনা দিলেন। আরও একজন এসে সামনে দাঁড়ালেন। টাকা বের করে দিলেন। এবারও গুনলেন না। সালমান রহমান ফিরছেন, পেছনে অনেক লোক। তারা যে আওয়ামী লীগের নয়, সালমানের টাকার সমর্থক এটা স্পষ্ট।

দোহার ফিরতে ফিরতে রাত ৯.৩০। ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশন। আপাতত সালমান এফ রহমানের নির্বাচনী অফিস। এখানে প্রচুর লোক। এখানকার কয়েকজনকে ঢাকা অফিস থেকে আনা হয়েছে। ২য় তলায় পোস্টারের স্তূপ। শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে নতুন করে পোস্টারগুলো সাঁটানো হবে। এই পোস্টারের খরচ ন্যূনতম কয়েক লাখ টাকা হবে।

নির্বাচনের এখনও বেশ কয়েক দিন বাকি। এরমধ্যেই দেহারবাসী চাচা-ভাতিজা লড়াই প্রত্যক্ষ করছেন। নির্বাচনে কে জিতবে এটা বলা মুশকিল। দোহার অধিবাসীদের ধারণা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। যেই জিতুক ভোটের ব্যবধান হবে সামান্য। অবশ্য দোহারে টাকার যে ছড়াছড়ি চলছে তাতে এখানে ভোট কতটুকু নিরপেক্ষ হবে সেটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী। থানা পরিষদের একজন কর্মকর্তা জানালেন, 'এ বিষয়ে সালমান এফ রহমানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলবেন, উন্নয়নমূলক কাজ যা হচ্ছে তা ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশন থেকে। নির্বাচনের আগ দিয়ে ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের এলাকার উন্নয়নের কথা মনে হলো। ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশন তো চালান সালমান সাহেব। তার টাকায় এই সময়ে উন্নয়নমূলক কাজ মানেই তো ভোটারদের প্রভাবিত করা।' এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সালমান এফ রহমান বলেন, 'উন্নয়নমূলক কাজ করছে ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশন। আমি নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করছি না, করবোও না।' কথাটা যে কতটা হাস্যকর তার প্রমাণ মেলে নিচের ঘটনায়।

দোহারবাসী প্রায় প্রত্যেকেই সুদৃশ্য একটি পলিথিন ব্যাগ উপহার পেয়েছে। ব্যাগের গায়ে সালমানকে 'নৌকা' প্রতীকে ভোট দেয়ার আহ্বান। স্থানীয়রা শুধু ব্যাগই পাননি, ব্যাগের মধ্যে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, চাল, চানাচুর-বিস্কিটের প্যাকেট পর্যন্ত পেয়েছেন। দোহার থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পেছনের কিছু পরিবার এসব পলিথিনের ব্যাগ দেখালেন। সেই সঙ্গে উপহার প্রাপ্তির কথাও স্বীকার করলেন। উপহার পেয়েছে বলেই তারা নৌকায় ভোট দেবেন, এই ধারণাকে উড়িয়ে দিলেন।

ব্যাগের কথা না হয় বাদই গেল। দোহার থানায় মোট স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার সংখ্যা কত? প্রতি প্রতিষ্ঠানে গড়ে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিলে কত টাকা হয়? এই টাকা কি নির্বাচন কমিশনের বেধে দেয়া ব্যয় অতিক্রম করে? দোহার থানায় শুধুমাত্র মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৬। প্রাইমারি স্কুল, মাদ্রাসার সংখ্যা এর কয়েকগুন। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশন থেকে ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, নির্বাচনকে সামনে রেখে। প্রশ্ন হচ্ছে সালমান এফ রহমান যদি দোহারের উন্নয়নের প্রতি এতটাই দরদী হতেন তাহলে এতো দিন কোথায় ছিলেন? এতোদিন কেন এ সব প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য তিনি বরাদ্দ দেননি। তার তো টাকার অভাব নেই। তবে কি সব নির্বাচনে জেতার জন্য?... এসব প্রশ্ন এলাকাবাসীর ।

অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বিরোধী প্রার্থীকে করে গঠনমূলক সমালোচনা। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত উন্নত দেশের মত জনপ্রিয় এই মিডিয়া নির্বাচনী প্রচারে গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করা।

ইন্টারনেটে ভোটের লড়াই

নির্বাচনী প্রচারে আধুনিক প্রযুক্তিকে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সমানভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ তিন মাস আগেই নির্বাচনী ওয়েবসাইট খুলেছে। এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে পাওয়া যাচ্ছে আওয়ামী লীগের নির্বাচন সম্পর্কিত নানা তথ্য দলের ইতিহাস, নির্বাচনী ইশতেহার। দলীয় প্রর্থীদের তালিকা। এছাড়া ওয়েব সাইটের ডেভেলপমেন্ট বিভাগে আওয়ামী সরকারের আমলে অর্জিত সাফল্যের বর্ণনা রয়েছে। আওয়ামী লীগের ওয়েব সাইটের ঠিকানা www.al-election2001.net.। পিছিয়ে নেই বিএনপি। তারাও হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠান করে নির্বাচনী ওয়েবসাইট খুলেছে। এই ওয়েবসাইটে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার, অঙ্গীকার ও প্রার্থীদের তালিকা পাওয়া যাচ্ছে। রয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও বিএনপি সরকারের মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য। হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত ওয়েবসাইট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চারদলীয় জোট নেত্রী বলেন, বিএনপি ওয়েবসাইট নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যবহার করবে। আধুনিক প্রযুক্তিকে বিএনপি স্বাগত জানায়। তিনি এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন, ক্ষমতায় গেলে দেশে কম্পিউটার সিটি গড়ে তোলা হবে। জামায়াতও নির্বাচনী ওয়েব সাইট খুলেছে। তাদের ওয়েব সাইট www.jamat-e-islami.org। গত ২২ সেপ্টেম্বর নির্বাচনী ওয়েব সাইট খুলেছে এবিএম ইকবাল। জমে উঠেছে ইন্টারনেটে ভোটের লড়াই।

নির্বাচনে মোবাইল ফোন

এবারের নির্বাচনে মোবাইল ফোনও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। প্রার্থী ও কর্মীদের মাঝে মোবাইল ফোন বিশেষ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। প্রতি প্রার্থী রেখেছে মোবাইল ফোন। এই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে প্রার্থী কর্মীদের প্রচারে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।

সংসদ নির্বাচনের কারণে অনেক তরুণ-তরুণী মোবাইল ফোনের মালিক হয়েছে। প্রার্থীরা তাদের প্রচার কাজ চালাতে সমর্থকদের হাতে তুলে দিয়েছে মোবাইল ফোন। প্রার্থী ও কর্মীর মাঝে মোবাইল ফোন তৈরি করেছে বিশেষ নেটওয়ার্ক। প্রত্যন্ত জনপদে প্রার্থীদের কাছে রয়েছে মোবাইল ফোন। এই ফোনের মাধ্যমে তারা কেন্দ্রীয় নেতা ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা ৮ আসনের চারদলীয় জোট প্রার্থী নাসির উদ্দীন পিন্টু নাজিম উদ্দীন রোড এলাকায় এসেছিলেন। তার সাথেই ছিল মোবাইল ফোন। কয়েক মিনিট পর পর বেজে উঠছিল তার ফোন। তিনি কর্মীদের সাথে নির্বাচন সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলাপ করছিলেন। মোবাইল কালচারে সাংবাদিকরাও হচ্ছেন উপকৃত। মোবাইল ফোন করে পেয়ে যাচ্ছেন প্রার্থীদের। মোবাইল ফোনেই নিয়ে নিচ্ছেন কমেন্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নির্বাচন প্রচার চালাতে ঢাকার কয়েকজন নেতা তাদের কর্মীদের কয়েকশ' মোবাইল ফোন দিয়েছে। জমে উঠেছে মোবাইল কোম্পানির ব্যবসা। কোম্পানিগুলোর ধারণা, এ মাসে তাদের কয়েক কোটি টাকার অতিরিক্ত বিল আসবে।

প্রাধান্য পাচ্ছে স্থানীয় ইস্যু

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হবার জন্য প্রার্থীরা জাতীয় ইস্যুর পরিবর্তে স্থানীয় ইস্যুর প্রধান্য দিচ্ছেন। স্থানীয় নানা সমস্যার সমাধানে ভোটারদের কাছে গিয়ে দিচ্ছেন প্রতিশ্রুতি। ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী উত্তর খানকে মডেল টাউন হিসেবে নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঢাকা ৮ আসনের প্রার্থী নাসিরউদ্দীন পিন্টু বলেছেন, তিনি বিজয়ী হলে কামরাঙ্গিরচর মডেল ডাউন হিসেবে গড়ে তুলবেন। লালবাগের যানজট ও সন্ত্রাস নির্মূল করবেন। যশোর-১ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিশিষ্ট শিল্পপতি শেখ আফিল উদ্দীন এলাকায় আর্সেনিক মিশ্রিত

পানির পরিবর্তে নিরাপদ পানি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোট চাচ্ছেন। জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের মূল কাজ দেশের জন্য আইন প্রণয়ন। কেন্দ্রীয়ভাবে দেশকে পরিচালনা করা। অথচ প্রার্থীদের প্রচারে জাতীয় ইস্যুগুলো একেবারেই প্রাধান্য পাচ্ছে না। জাতীয় ইস্যু হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ বিগত দুইটি সংসদ নির্বাচনেই স্থানীয় ইস্যুর পরিবর্তে জাতীয় ইস্যুই প্রধান্য পেয়েছিল।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই নেত্রী সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রতিদিন করছেন জনসভা ও পথসভা। তবে তাদের বক্তব্যের ধরন অতীতের চেয়ে বেশ ভিন্ন। খালেদ জিয়ার বক্তব্যে প্রাধান্য পচ্ছে আওয়ামী সরকারের সময়কার কার্যক্রমের ওপর। তাদের ব্যর্থতার ওপর। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তার সময়ের উন্নয়নকে তুলে ধরতে চাচ্ছেন। তিনি বেশ মিলিয়ে কবিতার ছন্দেও বক্তব্য দিচ্ছেন। শেখ হাসিনা ১২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে তার নির্বাচনী জনসভায় বলেন, 'কিসের ঐক্য কিসের জোট, এবার দেবো নৌকায় ভোট'। অপর এক জনসভায় বলেন, পেটভরে ভাত খাবো, নৌকা মার্কায় ভোট দিবো। চারদলীয় জোট নেত্রী ধানের শীষকে শান্তি ও উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে ধানের শীষে ভোট দেয়ার আহ্বান করছেন।

ছেয়ে গেছে হ্যান্ডবুক ও লিফলেট

এবারের নির্বাচনে একটি বিশেষ দিক হ্যান্ডবুক ও লিফলেট। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের কথা চিন্তা করে গত জুন মাসেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে বারো খন্ডের পুস্তক বের করে। এই পুস্তক পৌঁছে দেয় বিভিন্ন জেলায়। আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থী বিগত আমলের স্থানীয় উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে পুস্তিকা বের করেছে। বরিশাল জনসভায় হাসানাত আবদুল্লাহ এলাকার উন্নয়নে তার কার্যক্রম তুলে ধরে প্রকাশিত পুস্তকার একটি কপি শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন। চারদলীয় জোট প্রার্থীও নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে পুস্তিকা বের করছে। বিগত সময়ে কি উন্নয়ন কর্মকান্ড করেছেন, এ প্রশ্ন করতেই হাজী সেলিম একটি পুস্তিকা বের করে দিলেন। তিনি বললেন, এখানে সব আছে। বইটিতে তার সময় সন্ত্রাস দমন হয়েছে। কামরাঙ্গিরচরে গ্যাস গিয়েছে, এলাকায় যানজট কমেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এলাকার উন্নয়নের ওপর পুস্তিকা বের করেছে মকবুল হোসেন, সাবের হোসেন চৌধুরী, ডা. এইচ.বি.এম. ইকবাল। গোলাপফুল, মিষ্টির সঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে উন্নয়নের পুস্তিকা।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্টিকারের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে। নৌকা, ধানের শীষ, লাঙ্গল, প্রতীকসহ জাতীয় নেতা-নেত্রীদের প্রায় শত ধরনের স্টিকার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। মতিঝিল এলাকার স্টিকার ও পোস্টার বিক্রেতা মামুন ২০০০কে বলেন, প্রতিদিন শতাধিক স্টিকার ও পোস্টার বিক্রি হচ্ছে। সাতশ' ঢাকার কেনাবেচা হয়। বেশ ভালোই হচ্ছে। প্রতিদিন জনসভার পাশে স্টিকার ও পোস্টার নিয়ে দোকান বসছে। চলছে জমজমাট ব্যবসা।

বাজারে শতাধিক নির্বাচনী ক্যাসেট

আসন্ন অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীরা ব্যস্ত প্রচারণায়। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে প্রচারণার ধারাটা একটু ভিন্ন। প্রার্থী ও সমর্থকরা মিটিং-মিছিলের তুলনায় এবার প্রধান্য দিচ্ছেন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে। এই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মধ্যে অডিও একটি। আর এই অডিওকে প্রার্থীরা প্রচারণার কাজে ব্যবহার করছেন বিভিন্নভাবে। ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার নির্বাচনী ক্যাম্পগুলোতে মাইকে বাজানো হচ্ছে অডিও ক্যাসেট। ক্যাম্পগুলো ছাড়াও ভ্যানে-রিকশায় মাইকে বাজানো হচ্ছে নির্বাচনী ক্যাসেট। নির্বাচন উপলক্ষে বাজারে এসেছে একশ' থেকে দেড়শ' ধরনের ক্যাসেট। ক্যাসেটগুলোর কপির সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ থেকে ছয় লাখ। এই ক্যাসেট ছাড়াও নির্বাচনী প্রার্থীরা নিজেদের ভাষণ, আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করলে এলাকায় উন্নয়নের পদক্ষেপ সংবলিত ক্যাসেটগুলো বিতরণ করছেন নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে। বাড়িতে ছাড়াও ক্যাসেটগুলো বাজাচ্ছেন নিজ নিজ এলাকায়। নির্বাচনী ক্যাসেট প্রকাশের ব্যাপারে বড় অডিও প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ নেয়নি। তবে ছোট অডিও প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচনের ক্যাসেট প্রকাশ করে আয় করছে লাখ লাখ টাকা। দেশের বৃহৎ দুটি অডিও প্রতিষ্ঠান সাউন্ডটেক ও সংগীতার সঙ্গেও কথা হলে তারা বলেন, 'আমাদের ব্যবসা মূলত অডিওকেন্দ্রিক। নির্বাচনের ক্যাসেট করে কারো চোখে খারাপ হতে চাই না। যার কারণেই নির্বাচনী ক্যাসেটে কাজ করিনি।' সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, নির্বাচনী ক্যাসেটগুলো অনেক অডিও প্রতিষ্ঠান ছদ্ম নাম ব্যবহার করে বাজারে ছাড়ছে। এ পর্যন্ত শুধু মাত্র নির্বাচনী গান নিয়ে বিভিন্ন দলের বাজারে এসেছে একশ'র ওপরে ক্যাসেট। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৫০টির ওপরে এবং চারদলীয় ঐক্যজোটের ৪৫টির ওপরে। এছাড়াও অন্যান্য দলের ২০টির মতো ক্যাসেট বের করেছে। এই ক্যাসেটগুলো বের করতে প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

এই ক্যাসেটগুলো বিক্রি হচ্ছে রাজনৈতিক দলের অফিসগুলোর সামনে। অফিসগুলোর সামনে সমর্থকরা নিজের উদ্যোগে কিনছেন অনেকেই। প্রতিটি ক্যাসেটের খুচরা মূল্য ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। আর অডিও প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার কপি সংগ্রহ করছেন প্রার্থীরা। তারা এসব কপি নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা কাজে ব্যবহার করছেন। নির্বাচন উপলক্ষে পরিচিতিহীন শিল্পীদের কদর বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে নামমাত্র অডিও প্রতিষ্ঠান গীতিকার, সুরকারসহ অনেকেরই। নির্বাচনী গানের কথাগুলো প্রতিপক্ষের প্রার্থীদের ঘটানো ঘটনা ও রটনা নিয়ে। তবে গানের সুর হিন্দি ও বাংলা ছবির হিট গান, ফোকসহ বিভিন্ন হিট গানের। গানের কথায় রয়েছে অশ্লীলতা, যা যে কোনো সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে।

আওয়ামী লীগের পক্ষের উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী ক্যাসেটগুলো হলো– নৌকার জয়, শিল্পী, প্রতীক, খেয়ালী ও তার দল। বাঙালির নৌকা– সেলিম চৌধুরী। আনতে হলে সুখের দিন নৌকা মার্কায় ভোট দিন। ক্যাসেটটির গান রচনা, নির্দেশনা ও কণ্ঠ দিয়েছেন বেলাল হোসেন। আওয়ামী লীগ নেত্রীর স্বাক্ষর সংবলিত বঙ্গবন্ধুর নৌকা শিরোনামের ক্যাসেটটির শিল্পী শাহীন সরদার। নির্বাচনী নৌকার গান, ঢাকা শহরে নৌকা, রাত পোহালে, লালবাগের নয়ামান, জনতার নৌকা, শেখ হাসিনা যেখানে ইত্যাদি। বিএনপি'র পক্ষে নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ক্যাসেটগুলো হলো– বাবুল আহমেদের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় জাগ্রত শিল্পী সমাজের পরিবেশনায় ক্যাসেটটির নাম 'নৌকা ডুবলোরে' আর নয় দুঃশাসন, অমর জিয়া, ভোট দেব ধানের শীষে, ভাটির নৌকা, ধানের শীষে খালেদা জিয়া। এছাড়াও চারদলীয় ঐক্য জোটের প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর ভাষণ। নির্বাচনের ক্যাসেট কেমন চলছে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে ক্যাসেট বিক্রেতা জানায় প্রতিদিন তার বিক্রি হয় ১৫০টির মতো ক্যাসেট। নির্বাচনী ক্যাসেটের গানগুলোর কথা এরকম– আওয়ামী লীগের আমরা সবাই মুজিব সেনা, তোরা টান দেরে, ঘুরে ঘুরে আমি গাঁয়ের, হাইলা জাইলা তাঁতের বন্ধু, আইলো দেশে নির্বাচন গো, গাঁয়ের কিষাণ কামার কুমার, ও তোর ভয় নাইরে, জনম দুখী দুই মেয়ে কান্দে, হাসিনা মানে দেশের উন্নয়ন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন, নাও ছাড়িয়া দে, রক্ষা কর শেখ হাসিনারে, ভোট দেরে দে। বিএনপি'র নির্বাচনী ক্যাসেটের গানের কথা– রিটার্ন টিকিট হাতে, নৌকা চুবাইলরে, মাথায় ঘোমটা দিয়া, দেখ নৌকা ডোবে, চুক্তি কইরাছেরে চারদল, আমার বুবু হইছে, শোন শোন দেশবাসী, আম্মাজান আব্বাজান, পাঁচটি বছর পরে আইল, বলি ও ভাই আর ভাবী, যে জন ভালো প্রতীক চেনে না প্রভৃতি। তবে একশ' ক্যাসেট বের হলেও মানসম্মত গান কোনো ক্যাসেটেই নেই। ক্যাসেটের অধিকাংশ গানেই চটুল, অশ্লীল ও আক্রমনাত্মক।

নির্বাচনে আলোচিত স্লোগান

আমার ভোট আমি দিবো, এটা আমার অধিকার, তাই বলে কি এমপি হবে একাত্তরের রাজাকার।
খালেদা জিয়ার শুভেচ্ছা নিন, ধানের শীষে ভোট দিন।
কিসের ঐক্য কিসের জোট, নৌকা মার্কায় দিবো ভোট।
ফুল অনেক আছে গোলাপের মত নয়, নেতা অনেক আছে সাবেরের মত নয়।
চারিদিকে একি শুনি, ধানের শীষের জয়ধ্বনি।
আসছে সামনে শুভ দিন, ধানের শীষে ভোট দিন।
নৌকা চলে ভাসিয়া, ভোট দিবো হাসিয়া।
পেট ভরে ভাত খাবো, নৌকা মার্কায় ভোট দিবো।
জোরে মার টান, বঙ্গবন্ধু-শেখ হাসিনার নৌকায় উঠছে সালমান এফ রহমান।
লাঙ্গল নৌকা ধানের শীষ সব সাপেরই একই বিষ।
কই গেলাগো ধান লইয়া জামাই আইছে নাও লইয়া।
আর ফেলবো না চোখের জল, আমরা সবাই জিয়ার দল।

অন্তরালে অন্যরকম প্রচার

নির্বাচনী প্রচারণার ইতিবাচক দিকের অন্তরালে চলছে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নানা ধরনের অপ তৎপরতা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্রের সফরের সময় তোলা একটি ছবি কম্পিউটারে বিকৃত করে বিভিন্ন নির্বাচনী আসনে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। টাঙ্গাইল থেকে বেশ কিছু ছবি সম্বলিত লিফলেট পুলিশ উদ্ধার করেছে। রাজধানীর দেয়ালে দেয়ালে অশ্লীল ভাষায় তথ্য বিহীন নানা ধরনের পোস্টার হয়েছে। সচেতন সমাজের ব্যানারে একটি পোস্টার রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে। পোস্টার বলা হয়েছে চারদল ক্ষমতাসীন হলে গোলাম আযম রাষ্ট্রপতি, মতিউর রহমান নিজামীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবে। চার দল বাংলাদেশের নাম, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা পরিবর্তন করবে। চলছে ধর্মের সুরসুরি দিয়ে ভোট নেয়ার কৌশল। মোজাহিদ ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন রাজধানীতে একটি পোস্টার লাগিয়েছে। পোস্টার লেখা হয়েছে নূহ নবী নৌকা করে মানব জাতিকে বাচিয়ে দিলেন। শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধুর নৌকায় ভোট দিন। চার দলীয় জোটের দ্বিতীয় স্তরের নেতারা ভারত বিরোধী বক্তব্য দিয়ে চলছেন। তারা বলছে, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ও গঙ্গা চুক্তি করে ভারতের কাছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়েছে। ভারত গিয়ে তিলোক পড়ে এসেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে ইসলাম থাকবে না। আওয়ামী লীগ নেতারা চার দল ক্ষমতায় গেলে দেশ আফগানস্থানে পরিণত হবে বলে প্রচার চালাচ্ছে। প্রতিবেদককে ঘায়েল করতে চলছে নেতিবাচক পোস্টার, ক্যাসেট, লিফলেটের প্রতিযোগিতা।

খন্ডকালীন চাকরি : অর্থের বিনিময়ে প্রচার

নির্বাচনের কারণে প্রতিটি এলাকার বেকার যুবকেরা খন্ডকালীন চাকরি পেয়েছে। প্রতিটি মহল্লায় বসেছে নির্বাচনী ক্যাম্প। তারা ক্যাম্পে থেকে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারে প্রাধান্য পাচ্ছে এলাকার তরুণী ও মহিলারা। নির্বাচনী প্রচারে হাজী সেলিম ও মকবুল হোসেন কয়েকশ' মেয়েকে চাকরি দিয়েছে। প্রতিদিন তাদের একশ' টাকা করে দেয়া হচ্ছে। তারা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে প্রার্থীর শুভেচ্ছা। নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে মহিলাদের ভোট। দোহারে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সালমান এফ রহমান ও মুন্সীগঞ্জে তৌহিদ জং মুরাদ ঢাকা থেকে তরুণদের নিয়ে গেছেন নির্বাচনী প্রচারে। এ বছর নির্বাচনে দুইটি দল দেড় শতাধিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকে মনোনয়ন দিয়েছে। তারা উড়াচ্ছে কাঁচা টাকা। তরুণরা ছুটছে টাকার পেছনে।

মোহাম্মদপুরে নির্বাচনী নৌকার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে সজীব। সজীব সিটি কলেজ থেকে সম্প্রতি অনার্স পাস করেছে। বেকার সজীব এখন চাকরিজীবী। প্রতিদিন মকবুল হোসেনের নির্বাচনী প্রচার সেল থেকে তিনি পাচ্ছে পকেট খরচের জন্য একশ' টাকা। জানা গেছে, প্রার্থীরা প্রচারকারীদের একশ' থেকে পাঁচশ টাকা দিয়েও নিয়োগ করছেন।

অতীতের মত দলের নিবেদিত কর্মী বাহিনী আর নেই। আদর্শের জন্য নয়, অর্থের জন্য প্রার্থীর পক্ষে ভোট ভিক্ষা চাওয়া হচ্ছে।

সারা দেশ এখন নির্বাচনী জোয়ারে ভাসছে। নতুন শতাব্দীর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বদলে গেছে নির্বাচনী প্রচারের ধরন। মুক্তবাজারের এ যুগে নির্বাচন হয়ে উঠেছে টাকার খেলায়। যেন ব্যবসার মাধ্যম।